Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
UGC Approved Journal Serial No. 47694/48666
Volume-VI, Issue-IV, April 2018, Page No. 79-83
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বিশ্বায়ন ও নারী

Dr. Arjun Chandra Debnath
*Asst. Prof. Dept.t of Bengali, N.C. College, Badarpur, Assam, Indi***a**

Abstract

The term globalization is very much used in every sphere of life and also in the policy making for the last three decades. The intention of globalization as put forward by the supporters is to remove poverty, inequality and also to increase the income of the people. But after three decades it is found that globalization could not achieve its objectives and goals. Infect, poverty and inequality is rising throughout the world and particularly in case of Third World countries. The Human Development Report is the evidence of demerits of globalization, where we see how the development of poor countries have suffered because of globalization. Women are the worst sufferers of globalization. Around 50% of the world population is women and suffering and problems of women have increased with globalization. In this paper I shall discuss the position and problems of women after the globalization.

সাম্প্রতিকালে 'বিশ্বায়ন' বা 'ভুবনায়ন' কথাটি অত্যন্ত পরিচিত একটি শব্দ। তবে কথাটি সবসময় ঠিক আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত হয় না। একটি বিশেষ ধরনের আর্থিক নীতি যার মূল ভিত্তি হলো উদারীকরণ ও বিরাষ্ট্রীয়করণ। এর মূল প্রবক্তা হলো আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, বিশ্বব্যাঙ্ক এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা। এই সংস্থাগুলি শুধুমাত্র তত্ত্বগত বা রাজনৈতিক ধারণার মধ্যেই সীমিত নয় --- দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অঙ্গ হিসাবেই বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাস্তবতঃ বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিগত দুই দশক ধরে এই শব্দটি সযত্নে লালিত করছে তাঁদের আরো অধিকতর মুনাফা অর্জনের স্বার্থে। যদিও বিশ্বায়নের ঘোষণাপত্রে অঙ্গীকার করা হয়েছিল যে এটি ব্যবহার করা হবে জাতি রাষ্ট্র সবকিছুর উর্ধ্বে এক বিশ্বব্যাপী সার্বিক উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সভাপতির ভাষায় - "বিশ্বায়ন এমন এক বিশ্ব গ্রাম পত্তন করেছে, যেখানে ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং পশ্চাদপদতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম তীব্রতর হচ্ছে"। কিন্তু পরিহাসের বিষয় যে রাষ্ট্রসংঘের মানব উন্নয়ন দলিল ১৯৯৮-এ স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, বিশ্বায়নের ইতিবাচক, গতিশীল, উদ্ভাবনী, পরিবর্তনশীল দিকগুলি বিদ্যমান, তেমনি পাশাপাশি এর নেতিবাচক, ধ্বংসাত্মক এবং প্রান্তিকীকরণের দিকগুলিও বর্তমান। এর মধ্যে সবচেয়ে উদ্বেগজনক হচ্ছে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, যার ফলে ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির এক-তৃতীয়াংশ মানুষ যার সংখ্যা আনুমানিক ১৯০ কোটি। এদের মধ্যে প্রায় ৭০-৭৫ শতাংশ নারী ও শিশু।

আবার 'নারী' সম্পর্কে পুরুষতন্ত্রের ধারণা বেশ রহস্যময়। কারণ কখনো সে শক্তিরূপিনী, কখনো নরকের দ্বার। নারী কাজ করে, সেবা করে, যৌনসঙ্গী হতে বাধ্য থাকে, সন্তানের জন্ম দেয়, আবার সে ভালবাসে, অভিমান করে, কাঁদে-হাসে, পুরুষ তাই তাঁকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করতে পারে না, কবির কল্পনায় সে হয়ে ওঠে 'অর্ধেক মানবী'। সেক্সপীয়ার বলেছিলেন - "নারী, অসহায়, দুর্বল, অনিশ্চয়তাপূর্ণ তাঁর জীবন"। রুশো মনে করেন - "নারী স্বাধীনতার যোগ্য নয়, অন্যের বশবর্তী থাকাই তাঁর

পক্ষে বেশি সুবিধা"। অ্যারিষ্টটলের মনে হয়েছিল - "নারীর কিছু মৌলিক গুণাবলীর অভাবই, নারী হওয়ার পেছনে মূল কারণ"। টমাস অ্যাকুইনাস নারীকে সম্পূর্ণ মানুষ বলে গণ্য করতেন না, তাঁর ধারণায় পুরুষ হচ্ছে আধার আর নারী আধেয়, আধেয়র উপর আধার সর্বদা কর্তৃত্ব করে। কিন্তু আপন ব্যক্তিত্ব ও গুণপনায় নারীও যে পুরুষের মত মর্যাদাবান ও বিশিষ্ট হয়ে উঠতে পারে সে সম্পর্কে ধারণার অস্পষ্টতা আজও কাটেনি। কারণ বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পুঁজিবাদের আগ্রাসনকে কার্যকরী করতেই বিশ্বায়নের মোড়কে নারীদের দেহ ও রূপসৌন্দর্যকে কাজে লাগিয়ে ফেরি করছে উদার অর্থনীতির মোহময় দৃষ্টিনন্দন বাজারজাত সামগ্রী। শুধু পুজিঁর চলমানতা বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়াই নয় পাশাপাশি রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধনবাদী দর্শনের আধিপত্য কায়েম করতেও বিশ্বায়নের দোহাই দেওয়া হচ্ছে।

বিশ্বায়নের বিষাক্ত ছোবল আজ শিক্ষা সংস্কৃতি ও সামাজিক অঙ্গনকেও জর্জরিত করে তুলেছে। ধ্রুপদী সুস্থ সংস্কৃতির বিপরীতে ভোগবাদী পণ্য সংস্কৃতিকে উপজীব্য করে বাজারী সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াও চলছে। তরুণ প্রজন্মকে যৌনতা ও হিংসাশ্রয়ী বিকৃত সংস্কৃতির ঘেরাটোপে আবদ্ধ করতে উদ্যত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। বাজার অর্থনীতির মতোই বাজার সংস্কৃতির অখণ্ড নিয়ন্ত্রণ চায় ধনবাদী দেশগুলি। এরা গণসংস্কৃতি ও লোকায়ত শিল্প সংস্কৃতির পরিবর্তে অবক্ষয়ী বিকৃত সংস্কৃতির বিস্তৃতি ঘটাচ্ছে বিশ্বায়নের নামে। এর কুফলগুলি ইতিমধ্যেই ভোগ করতে শুরু করেছে বিভিন্ন দেশের বিশেষত উন্নয়নশীল তৃতীয় দুনিয়ার সমস্ত অংশের দরিদ্র জনগণ যাঁদের মধ্যে আছে নারী, শিশু, পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী, দেশীয় জনসমাজ, জাতিগত ও বর্ণগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং শ্রমিক-কৃষক সহ সমস্ত শ্রমজীবী জনগণ। যার মধ্যে আমার মূল আলোচ্য বিষয় এই পুঁজিবাদী আগ্রাসনের নামে যে 'বিশ্বায়ন' বা 'ভুবনায়ন' শব্দটি প্রচলিত আধুনিক বিশ্বে এর প্রভাবে 'নারী'র বর্তমান অবস্থান।

এখানে উল্লেখের বিষয় যে, পুঁজিলগ্নির বিশ্বায়নের পাশাপাশি আধুনিক বিশ্বে বিশ্বায়নের নামে শ্রেণি শোষণেরও বিশ্বায়ন হচ্ছে। বিশেষত দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতম অংশ নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান কিভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে - নারীদের সামাজিক বিপন্নতা তাঁদের ঠেলে দিচ্ছে এ বিষয়গুলি আজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বায়নের প্রসঙ্গে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন দেশের বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে বিপুল অংশের নারীরা আজ সংগ্রামের প্রথম সারিতে এসে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বজুড়ে যে প্রতিরোধ আন্দোলন চলছে তারই অঙ্গ হিসেবে ২০০০ সালের ৮ই মার্চ বিশ্ব নারী পদযাত্রা সংগঠিত হয়।

৮ই মার্চ থেকে ১৭ই অক্টোবর পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে তিন শতাধিক মহিলা সংগঠনের উদ্যোগে ১৫৯টি দেশ থেকে ৬ হাজার মহিলা সংগঠন যুক্তভাবে বিশ্বায়ন, কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস নীতি, উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ, বাজার অর্থনীতি বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ঋণজালের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। যাতে ১০ কোটি মহিলার স্বাক্ষর ছিল। এই পদযাত্রার অন্যতম রণধ্বনি ছিল- বিশ্বের দেশে দেশে নারীদের প্রতি ক্রমবর্ধমান হিংস্র আক্রমণ ও দারিদ্র্যতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য দূর করা এবং পৃথিবীর সমস্ত ধনী দরিদ্রের মধ্যে সমবন্টন।

আবার বেজি+৫-এর বিশ্ব নারী সম্মেলনেও দ্বিধাহীনভাবে বলা হয়েছে যে বর্তমান অর্থনৈতিক সুবিধাগুলি অসমভাবে বণ্টিত হচ্ছে যার ফলে নারী-পুরুষের অর্থনৈতিক ব্যবধান আরো বৃদ্ধি পেয়েছে, দারিদ্র্যের নারীকরণ আরো তীব্র হয়েছে, লিঙ্গগত বৈষম্যের মাত্রা ঊর্ধ্বমুখী, কাজের অবস্থার অবনতি ঘটেছে, শুধু তাই নয় কাজের পরিবেশের নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হয়ে যাচ্ছে, বিশেষত বাধ্যতামূলক ভাবেই অনেক নারীকে অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করতে হচ্ছে। যার ফলে শহর এমনকী গ্রামীণ কাজের ক্ষেত্রেও পরিবেশ ও নিরাপত্তার অভাবে নারীরা ভুগছে। তবে বিশ্বায়ন মুষ্টিমেয় সংখ্যক নারীর জীবনে স্বতন্ত্রতা এবং বৃহত্তর অর্থনৈতিক সুযোগ এনে দিলেও বৃহৎ সংখ্যক নারীই আরো প্রান্তবাসীনি হয়ে পড়েছে - প্রতিটি দেশেই যেহেতু ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য তীব্রতম হচ্ছে যার প্রতিফলন ঘটছে লিঙ্গ বৈষম্যের বাস্তবতায়।

ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যায় যে তথাকথিত সংস্কারের এই যুগে মেয়েদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সামাজিক অপরাধ এবং ব্যক্তিগত ঘরোয়া হিংস্র আক্রমণ দুটিরই মাত্রা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বিশ্বায়নের প্রভাবে। নারী-আন্দোলনের প্রচার খুব সফলভাবেই তুলে ধরেছে যে, বিশ্বায়নের কারণে এই কাঠামোর মধ্যে শ্রেণি বৈষম্যের তীব্রতা যত বৃদ্ধি পেয়েছে, পিতৃতন্ত্র এবং নারীদের প্রতি বঞ্চণা ঠিক ততটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। সাথে সাথে মেয়েদের উপর অর্থনৈতিক, সামাজিক দাসত্ব

চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যদিও পরিবার টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে মেয়েদের কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। প্রকৃত অর্থেই 'বিশ্বায়ন' কোনভাবেই লিঙ্গ নিরপেক্ষ নয়।

বিশ্বায়নের ফলে মেয়েদের কাজের সুযোগ প্রসারিত হচ্ছে এরকম একটি ঢক্কানিনাদ প্রায়ই শোনা যায়। বিশ্ব শ্রমিক সংস্থার পক্ষ থেকে কিছুটা পরিমাণে হলেও এশিয়ার দেশগুলিতে মহিলাদের কাজের সুযোগ বৃদ্ধির পরিসংখ্যান দিয়েছে। এর মূল কারণ - "নারী-শ্রমিকরা অনেক বেশি অনুগত ও বাধ্য কর্তৃপক্ষের কাছে, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনেও যুক্ত নয়, কম মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক এবং বিবাহ ও সন্তানসম্ভবা হলে ছাঁটাই করতে সুবিধা"। কাজের পরিবেশ বিশ্বায়নের পরিভাষায় নমনীয় শ্রম শর্ত। বর্তমান পরিস্থিতিতে কিন্তু এটি বিপরীত অর্থেই ব্যবহৃত হয়। 'নমনীয়' মানে কাজের পরিবেশ উপাদান, বাজার, চাহিদা, মুনাফা সবই পরিবর্তনশীল। এর ফলে নারী-শ্রমিকদের চরিত্র হচ্ছে অনেক বেশি অস্থায়ী, চুক্তিবদ্ধ এবং সাময়িক। অন্যদিকে গৃহজাত দ্রব্য উৎপাদনে নারী-শ্রমিকদের বেশিরকম যুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে যাঁদের কোন ধরনের শ্রম সুরক্ষা নেই। নারীর কর্মজীবনে এই সঙ্কট ঘনীভূত হচ্ছে বিশ্বায়নের ফলে। সেই ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে রাষ্ট্রসংঘ একটি দলিল প্রকাশ করেছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'নারী ও অর্থনৈতিক সঙ্কট'।

জীবিকার ক্ষেত্রেও প্রথমেই আক্রান্ত হচ্ছে মেয়েরা। বিশ্বায়নের সুফলকামী রূপে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলির বেসরকারীকরণের ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি যখন পুঁজিবাদীদের হাতে হস্তান্তরিত হচ্ছে অথবা ভারী শিল্প ও মূল শিল্পগুলি রুগ্ন হয়ে পড়েছে, বা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তখন প্রথম ছাঁটাই-এর খড়্গ নেমে আসেছে মহিলা শ্রমিকদের উপর। এছাড়াও যখন কোনো শিল্পে নতুন প্রযুক্তি আমদানি হচ্ছে তখন সেই প্রযুক্তি আয়ত্ত করার প্রশ্নে স্বভাবতই প্রশিক্ষনের অভাবে মেয়ে শ্রমিক বা কর্মচারীরা পিছিয়ে পড়ছে। এই ক্ষেত্রে তাঁরা উদ্বাস্তু বা প্রান্তিক হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি কৃষিকাজে কর্মরত নারীমজুররাও আজ সঙ্কটের কবলে। দক্ষিণ গোলার্ধের তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলি মূলত কৃষিপ্রধান। কৃষিকাজে সেখানে মহিলাদের অংশগ্রহণ ৫০-৮০ শতাংশ। কিন্তু বিশ্বায়নের প্রভাবে অধিক মুনাফা অর্জনের স্বার্থে কৃষিকাজে উন্নত প্রযুক্তি আমদানি এবং গতানুগতিক পদ্ধতির পরিবর্তনের ফলে বহু মহিলা কর্মচ্যুত হচ্ছে প্রতিদিন। আসলে উন্নত ধনবাদী দেশগুলির চাহিদা মেটাতে কৃষিক্ষেত্রে আরো বেশি মুনাফা অর্জনের লক্ষে রপ্তানিজাত কৃষিদ্রব্য উৎপাদনের উপর বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। যেমন আমাদের দেশে কাজু, মাশরুম, ফলবাগিচা, ফুলবাগিচা প্রভৃতি চাষ হচ্ছে ধানী জমিতে। অন্যদিকে ধনবাদী দেশগুলি নিজের দেশের কৃষকদের ভর্তুকি দিয়ে সস্তায় কৃষিপণ্য তৃতীয় বিশ্বের বাজারে চালান দিচ্ছে। এর ফলে মেয়েরা দুদিক থেকে আক্রান্ত হচ্ছে- কৃষিমজুর হিসাবে কর্মসঙ্কোচন এবং খাদ্যশস্য ঘাটতি হলে খাদ্য গ্রহণের সুযোগ হ্রাস। যদিও বাণিজ্যিকীকরণের ফলে সস্তা মজুরিতে কিছু কিছু সেক্টরে মেয়েরা কাজের সুযোগ হয়তো আগের থেকে বেশি পাছে, কিন্তু তা হচ্ছে নিতান্তই অস্থায়ী এবং সাময়িক। এছাড়াও কৃষিজমি হস্তান্তর ও কৃষিক্ষেত্রে আর একটি বিপদ ডেকে এনেছে। উর্বর কৃষিজমি, অরণ্য, গ্রামীণ উদ্ধৃত জমি নগরায়ন বা শিল্পায়নের কারণে বিক্রি হচ্ছে। এই জমিগুলিতে বিদেশী পুঁজি লগ্নী করে বাণিজ্যকেন্দ্র, পর্যটন কেন্দ্র, বহুতল আবাসন গড়ে উঠছে। কৃষিজমি সঙ্কুচিত হচ্ছে, অধিক মুনাফা লাভের আশায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের বদলে নগদ শস্য উৎপাদনের দিকে ঝোক পড়ার ফলে বহু নারীশ্রমিক আজ দুহাত এক করে সৃষ্টিকর্তার স্মরণাপন্ন হতে বাধ্য হচ্ছে।

বিশ্বায়নের শিল্প ক্ষেত্রেও এক বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে সমস্ত দেশে। এমনকী উন্নত ধনকামী দেশগুলিও শিল্প সঙ্কট থেকে মুক্ত নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় বহুজাতিক কর্পোরেশন লেভিস্ট্রস ইউরোপে চারটি কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার ফলে ১৫০০ নারীশ্রমিক কর্মচ্যুত হয়েছে। বরং অধিক মুনাফা বাড়ানোর জন্য কোম্পানি ইউরোপের শহরতলী এলাকায় নতুন বেশ কয়েকটি কারখানা খুলেছে এবং প্রভূত সস্তা মজুরিতে নারীশ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছে। আবার ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও অবাধ নীতির ফলে পুঁজিবাদী দেশগুলির ব্যাঙ্ক, বীমাসহ অন্যান্য পরিসেবামূলক ক্ষেত্রগুলিতেও বিদেশী কোম্পানিগুলির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এর ফলে অলাভমূলক বলে বহু রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বন্ধ অথবা বেসরকারীকরণ করা হয়েছে, এই কারণে ব্যাপক হারে শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে যার মধ্যে একটি বড় অংশই হচ্ছে নারীশ্রমিক বা কর্মচারী। স্বেচ্ছা অবসর প্রকল্প বা সোনালি করমর্দনের মাধ্যমে এদের বাধ্য করা হচ্ছে চাকুরি থেকে বিদায় নিতে। আমাদের দেশে বিশ্বায়নের এই প্রক্রিয়া গত দশ বছরে প্রায় ১ কোটি শ্রমিকের চাকরি ছিনিয়ে নিয়েছে। সাম্প্রতিককালে ইউনিসেফের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রাশিয়ায় বিগত দশকে ২৫ মিলিয়ন মানুষ কাজ হারিয়েছে, যার মধ্যে ১৫ মিলিয়ন হচ্ছে নারী। উন্নত ধনবাদী দেশগুলির রাজা খোদ আমেরিকাতেও মেয়েদের জীবিকার বাজার মন্দা। যদিও আমেরিকায় শ্রমিক পরিবারের চারটির মধ্যে তিনটিই মূলত মেয়েদের উপার্জনের উপর নির্ভলশীল। কিন্তু মেয়ে শ্রমিকরা একই কাজে পুরুষদের তুলনায়

পঁচিশ শতাংশ কম মজুরী পাচ্ছে। বিশ্বায়নের কুফলে নারী-পুরুষের মজুরির ফারাক ক্রমাগত ভাবে বেড়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর একটি উন্নত দেশ জাপান, সেখানে প্রায় ৪ লক্ষ কর্মরতা নারী ছাঁটাইয়ের কবলে পড়েছে। জাপানে কর্মরত অধিকাংশ মেয়েই পরিসেবামূলক ক্ষেত্রে কাজ করে যাঁদের বেতন পূর্ণসময় কাজের অর্ধেকেরও কম। অর্থাৎ উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নততর জিনিস উৎপাদন করে বাজারে প্রতিযোগিতার প্রয়োজনে, নির্বিচারে শ্রমিক ছাঁটাই চলছে- এদের বৃহৎ অংশই নারী। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মার্কিন বহুজাতিক সংস্থা 'নাইক' –এর ৭০ হাজার শ্রমিক যার মধ্যে ১৭-২১ বছরের নারী শ্রমিকের সংখ্যা ৭০ শতাংশ। এই সমস্ত মেয়েদের বেতনক্রম এতই নিম্নগামী যে এই সমস্ত তৃতীয় বিশ্বের মেয়ে শ্রমিকরা ১৫০০ বছর কাজ করলে তবেই একজনই মার্কিন উচ্চপদস্থ অফিসের ১ বছরের সমান বেতন হবে। এইভাবে সমমজুরি থেকে বঞ্চিত করে প্রতিমাসে ১০ লক্ষ কোটি টাকা উপর বাড়ই মুনাফা অর্জন করছে পুঁজিপতি ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলি।

সমস্ত বিশ্বজুড়েই সস্তায় অল্পবয়সী নারীশ্রমিকদের কাজে নিয়োগ করা হচ্ছে। প্রায় দশ কোটি শ্রমিক বর্তমানে রপ্তানি শোধন অঞ্চল বা মুক্তবাণিজ্য অঞ্চলে কাজ করছে। এই শ্রমিকদের মধ্যে ৬০ শতাংশই নারী শ্রমিক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পে বর্তমানে প্রায় ৮২ শতাংশ মেয়ে কাজ করে। জামাইকা এবং শ্রীলঙ্কাতেও মুক্ত শিল্প বাণিজ্য অঞ্চলে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশই নারী। এদের কাজগুলি মূলত চুক্তি ভিত্তিক অস্থায়ী। কোন শ্রম আইন বা ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার এখানে অচল। সমগ্র বিশ্বে এই ধরণের কাজে প্রায় ২০ কোটির বেশি মেয়ে কর্মরত। এদের জন্য কোন শ্রম সুরক্ষা আইন না থাকার কোনো দুর্ঘটনা, অসুস্থতা বা প্রতিবন্ধকতার কোন দায় মালিকপক্ষ নেয় না। এমনকী প্রসূতিকালীন ভাতা বা ছুটিও এরা পায় না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বল্প পরিসরে, আধা অন্ধকার খুপরির মধ্যে দিনে ১৬/১৭ ঘন্টা একটি টুলে বসে অথবা হাঁটুমুড়ে বসে কাজ করতে হয়। এছাড়াও এই সমস্ত মেয়েদের আরো একটি বড় সমস্যা বাসস্থান। শিল্পাঞ্চলে কাজ করার ফলে দূরদূরান্ত গ্রাম থেকে এই মেয়েরা অনেকেই কাজে যোগ দেয়। বাড়ি থেকে যাতায়াত করা এই আয়ে এদের পক্ষে খুবই ব্যয়সাধ্য, সময়-সাপেক্ষও বটে। ফলে শিল্পাঞ্চলের পাশাপাশি ছোট ছোট কুটুরিতে পনেরো-বিশজন একত্রে থাকে। পাবারিক জীবন বিছিন্ন এই মেয়েরা অমানবিক এই পরিবেশে কাজ করতে করতে এদের জীবনশক্তি বিনষ্ট হয়ে পড়ে এবং অসুস্থ নোংরা পরিবেশে থাকতে বাধ্য হয় হয় পরিবারের একটু স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য। যদিও ক্রবর্ধমান শ্রমের বাজারে এরা ক্রমেই অপাঙতেয় হয়ে পড়েছে।

বিশ্বায়নের ফলে আর একটি বড়ো সমস্যা হচ্ছে স্থানান্তর। শুধু পুঁজি নয় শ্রমও স্থানান্তরিত হচ্ছে অধিক মুনাফার স্বার্থে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী (ILO) এশিয়ার প্রায় ১৫ লক্ষ মহিলা আইনি বা বে-আইনি ভাবে বিদেশে কর্মরত। মধ্যপ্রাচ্যে বর্তমানে এই ধরনের কর্মরত মহিলার সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ। শ্রীলঙ্কার বিমান বন্দরের এক সমীক্ষায় বলা হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে কাজের খোঁজে যারা যাছে তাদের মধ্যে ৮৪ শতাংশ নারী এদের মধ্যে আবার ৯০ শতাংশ গৃহ পরিচারিকার কাজ করে। আমাদের দেশেও দক্ষিণ ভারত থেকে মূলত বহু মেয়ে নার্স, আয়া বা পরিচারিকার কাজ নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে যান প্রতিবছর। বিশ্বায়নের সমর্থকরা অবশ্য বলছেন এর ফলে নারীদের আর্থ-সামাজিক স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, নারীরা পারিবারিক গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে আসার সুযোগ পাচ্ছে। এটা বাস্তব সত্য হলেও এইসব নারী-শ্রমিকরা মূলত তিন ধরনের আক্রমনের শিকার হচ্ছে (ক) জাতিগত বিদ্বেষ বা বর্ণগত বিদ্বেষের শিকার। সেই সমস্ত দেশের সামাজিক অবস্থানে একদম নিচের সারিতে তাঁরা থাকে। সেই সমস্ত দেশের বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অপরাধের বলিও অনেক সময় তাঁদের হতে হয়। (খ) শ্রমিক হিসেবে নয় বরং অনেক সময় পণ্য হসেবেও তাঁরা ব্যবহৃত হয়। গৃহ পরিচারিকার কাজের কোনো পরিমাপ নেই, সুচিকিৎসার কোনো সুযোগ নেই, বরং কেউ যদি সন্তান-সম্ভবা হয় তখন তাঁকে বহিষ্কার করা হয়। (গ) এইসব মেয়েদের মধ্যে একটা আতঙ্ক কাজ করে অচেনা পরিবেশ, ভাষা, সংস্কৃতির ফলে নিজের সমস্যার কথা কাউকে জানাতে পারেনা। নিজের দেশের দূতাবাসের সাহায্য পাওয়ার যে সুযোগ আছে তা তাদের প্রায় সবারই অজানা।

অন্যদিকে বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ার নারীদের মধ্যে দারিদ্র্যকরণ প্রক্রিয়া দ্রুততর হচ্ছে। এর ফলে নারী পাচার এবং পতিতা বৃত্তিও বেড়ে চলেছে জোর কদমে। পর্যটন বাণিজ্যে মেয়েদের যৌন উপাদান হিসেবে তুলে ধরা এবং পর্যটকদের আকর্ষণ করা বহুদেশে অর্থনীতি ও সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে কাজ করছে। তাই বাজার অর্থনীতির প্রবক্তারা নারীদেহের ব্যবসাকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বিভিন্ন দেশে চাপ সৃষ্টি করছে। কারণ তাঁরা জানে পতিতা বৃত্তি যদি আইনী স্বীকৃতি লাভ করে তবে এই ব্যবসায় রমরমা বাজার তৈরি হবে। উল্লেখের বিষয় যে নারী ও শিশু পাচার বর্তমানে একটি লাভজনক ব্যবসা। আন্তর্জাতিক

পাচার চক্র আজ সক্রিয়ভাবে নানা দেশে কাজ করে চলেছে। এর সঙ্গে যুক্ত আছে কয়েক হাজার কোটি টাকার লেনদেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পর্ণোগ্রাফি বা ব্লু ফিল্মের জন্য পেশাদারীভাবে মেয়েদের নিয়োগ করা হচ্ছে। নারীদেহ ব্যবসাকে এখন পেশা বা শ্রম ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করার বিপুল প্রয়াস চলছে। ফলে ফেসিলিটি গার্লস, হসপিটালিটি গার্লস এরা এখন সেক্স ট্যুরিজমের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। সূত্র মতে ১৮ বৎসর বয়সের নিচে ১২ লক্ষ বালিকা প্রতিবছর সারা বিশ্বে দেহ ব্যবসায় নিযুক্ত হয়। থাইল্যাণ্ড, ফিলিপিনস্ এই সমস্ত দেশগুলি এতে শীর্ষ স্থানে রয়েছে।

বিশ্বায়ন বা ভুবনীকরণের আরেকটি প্রয়াস হলো মেয়েদের ভুবনমোহিনী করে তোলার জন্য প্রসাধনী সংস্কৃতি। বহুজাতিক সংস্থা এবং দেশি প্রসাধন উৎপাদনকারী বৈদ্যুতিক সংস্থাগুলির গণমাধ্যমের বিজ্ঞাপন নারীদেহকে সাজিয়ে তোলার অনন্ত বিপনন নিয়ে হাজির। কোন শ্যামপু, সাবান অথবা ক্রিম বা অন্যান্য প্রসাধান ব্যবহার করলে মেয়েরা হেলায় বিশ্বসুন্দরীর তকমা জয় করতে পারবেন তাঁর নানা পসরা প্রতিনিয়ত আকৃষ্ট করছে তাঁদের। সৌন্দর্যপিপাসু মেয়েরা শিক্ষা, খাদ্য থেকেও অগ্রাধিকার দিচ্ছে প্রসাধন দ্রব্য কেনার ক্ষেত্রে। এর জন্য যেকোনো ভাবে উপার্জন করতেও তাঁরা প্রস্তুত। তাই শহরের অলিতে-গলিতে এমনকী প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জেও বিউটি পার্লারের আবির্ভাব ঘটছে। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আস্তে আস্তে তৃ হয়েছে বিউটি ক্লিনিকও। মেয়েরা নিজেদের উর্বশী বা তিলোত্তমা করে তোলার জন্য প্রতিযোগিতা চালাচ্ছে- ফাঁদে পড়ছে অসংখ্য দরিদ্র এবং পশ্চাদপদ অংশের মেয়েরাও। অর্থাৎ অত্যন্ত সুকৌশলে মেয়েদের সত্তাকে আর মর্যাদাকে বিশ্বায়ন বিপননের বস্তু করে তুলছে।

অতএব সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে তাই বিকল্প বিশ্ব গড়ার লক্ষ্যে সহস্র নারী প্রতিবাদে সামিল হচ্ছেন। " নারীর বিরুদ্ধে এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে নারী"- এই বক্তব্যকে তুলে ধরে বিশ্বায়ন বিরোধী ব্যপক মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান উঠেছে। ওয়ার্ল্ড সোস্যাল ফোরামের নারীদের অস্তিত্ব আজ আক্রান্ত বহু মাত্রায়। কন্যাভ্রুণ হত্যা, শিশু কন্যা হত্যা, পণজনিত কারণে নির্যাতন, প্রেমে প্রতারণা বা সামাজিক কুসংস্কার এবং যৌন হিংস্রতার কারণে বহু সহস্র জীবন আজ হারিয়ে যাচ্ছে বিশ্ব থেকে। অর্থাৎ বিশ্বায়নের নগ্ন আক্রমণ প্রতি পদে পদে নারীদের অস্তিত্বকে, স্বাতন্ত্র্যকে করে তুলেছে বিপন্ন। তাই বলা যায়- Women's lives in new economy links together transformation that are affecting woman in factories, and farms, as peddlars and professionals, as neighbors, mothers and wife, in an old age and even in the womb.

সহায়ক গ্রন্থঃ-

১। মানবী চেতনা বিশ্বায়ন ও অন্যান্য প্রসঙ্গঃ- প্রদীপন দাশগুপ্ত, প্রকাশ - ২০০৫, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর - ১।
২। নারী ও বিশ্বায়নঃ- সম্পাদনা - শ্যামলী গুপ্ত, মালিনী ভট্টাচার্য, ঈশিতা মুখোপাধ্যায়, প্রকাশ - ২০০৪, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কল - ৭৩।
৩। নৈতিকতা ও নারীবাদ দার্শনিক প্রেক্ষিতের নানা মাত্রাঃ- শেফালী মৈত্র প্রকাশ - ২০০৩, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কল - ৭৩।
৪। স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণঃ- মল্লিকা সেনগুপ্ত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কল - ৯, প্রকাশ - ১৯৯৯।
৫। নারী ও নারী সমস্যাঃ- যশোধরা বাগচী, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কল - ৯, প্রকাশ - ২০০২।